শহীদে কারবালা

-অধ্যক্ষ হাফেজ আবদুল জলিল

পবিত্র আশুরা অর্থ মহররম মাসের দশ তারিখ। এই তারিখটি নবীগণের বহু ঘটনার ইতিহাস। আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল, নুহ নবীর মহাপ্লাবনের থেকে মুক্তি লাভ এবং নুতন করে আবার মানুষের দ্বারা পৃথিবী আবাদ, হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম নমরূদের অগ্নিকুন্ড থেকে ৪০ দিন পর অক্ষত শরীরে মুক্তিলাভ এই দিনে হয়েছিল। হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালাম মাছের পেট থেকে এই দিনে মুক্তি পেয়েছেন। হযরত আইউব আলাইহিস সালাম পরীক্ষামূলক ১৮ বৎসর রোগ ভোগের পর আরোগ্য লাভ করেছেন। ৪০ বৎসর পর হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আপন হারানো পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সন্ধান পেয়েছেন। এই দিনে হযরত মুছা কলিমুল্লাহ নীল নদী পার হয়েছেন এবং ১২ লক্ষ বনী ইসরাইলকে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন। এই দিনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উর্দ্ধাকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এইদিনে ৬ষ্ঠ হিজরীতে উম্মতে মোহাম্মদীর গুনাহ মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাই এই দিনটি নবীগণের সাথে সম্পৃক্ত। এই দিনেই যোগ হয়েছে কারবালার ঘটনা। এখন আশুরা বলতে সাধারণ মানুষ কারবালার শাহাদতকেই বুঝে। নবীর বংশের উপর এজিদী উম্মতের অমানুষিক ব্যবহার ও অত্যাচার ইসলামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কারবালার ঘটনাকে একদল লোক হাশেমী বংশ ও উমাইয়া বংশের পুরাতন দ্বন্দের পরিনতির রূপ দিয়েছে। এরা হলো শিয়া। প্রকৃত ঘটনা হলো- এজিদের অনৈসলামিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করাতেই ইমাম হোসাইন ও নবী বংশের উপর নেমে আসে ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক নৃশংস হত্যাকান্ড।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত খেলাফত ছিল নবীজী কর্তৃক সমর্থিত। হযরত আলীর শাহাদতের পর ইমাম হাসান পূর্বাঞ্চলীয় ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হন। ছয় মাস খেলাফত পরিচালনার পর শিয়াদের অসহযোগিতার কারনে তিনি ইস্তফা দিয়ে হযরত আমির মোয়াবিয়ার হাতে খেলাফত ন্যাস্ত করে তাঁকে ইসলাম জাহানের একক খলিফা বলে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর পরবর্তী ২০ বৎসর খেলাফত বৈধ বলে গন্য করা হয়। হযরত পীরানেপীর দস্তগীর

আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন নবী বংশের ওলী সম্রাট। সুতরাং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতিত সুন্নী মুসলমানগণের আক্বিদা হলো- হযরত মোয়াবিয়ার শাসন ছিল বৈধ খেলাফত। বোখারী শরীফে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) কর্তৃক ২২টি হাদীস ইমাম বুখারী গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হযরত মোয়াবিয়া ছিলেন আদেল। কিন্তু শিয়ারা এবং শিয়া সমর্থকরা তাঁকে মুনাফিক, প্রতারক ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে থাকে- যা অন্যায় ও অগ্রহণীয়। যাক-

ইয়াজিদের সিংহাসন আরোহন সর্বজন স্বীকৃত নয় ঃ

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ৬০ হিজরীর রজব মাসের ১৫ তারিখে ইনতিকাল করেন। এজিদ সিংহাসন আরোহন করেই শরীয়ত পরিপন্থী নির্দেশ জারী করতে থাকে এবং জোর করে লোকের সমর্থন আদায় করতে থাকে। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইহার প্রতিবাদ করায় এবং এজিদের বয়আত গ্রহণ না করাতেই কারবালার পটভূমিকার সৃষ্টি হয়।

ইয়াজিদ সিংহাসনে বসেই বিভিন্ন প্রদেশে পিতার ইনতিকাল ও তার সিংহাসন আরোহনের সংবাদ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করতে থাকে। সে মোতাবেক মদিনা শরীফের গভর্ণর ওয়ালিদ ইবনে উত্‌বা-এর নিকট পত্র লিখলো- মদিনাবাসীদের থেকে- বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণের থেকে যেন ইয়াজিদের বায়আত গ্রহণ করা হয়। এই পত্র মদিনায় এসে পৌঁছে ২৫শে রজব। ২৬শে রজব গভর্ণর ওয়ালিদ ইমামে আলী মাকামকে তলব করলো। গভর্ণর ওয়ালিদ হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর ইনতিকালের সংবাদ দেয়ার পর এজিদের বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানায়। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) বললেন- এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এত গোপনে আমি স্বীকার করতে পারিনা। জনসমক্ষে বিষয়টি উত্থাপন করে জনগণের মতামত বা ভোট গ্রহণ করা হোক। তখন আমি সকলের সামনে আমার মতামত জানাবো। একথা বলেই তিনি চলে আসলেন। তিনি বিপদ আঁচ করতে পেরে পরদিনই ২৭শে রজব ৬০ হিজরী

পরিবার পরিজনসহ চিরতরে মদিনা ছেড়ে মককায় চলে আসেন। (তারিখে আবারী ৫মখন্ড ১৬৬-পৃঃ, শামে কারবালা পৃঃ-২৩)

নানাজান ও আম্মাজানের মাযারে ইমাম হোসাইন (রাঃ)

২৬শে রজব দিবাগত শবে মেরাজের রাত্রিতে ইমাম আলী মাকাম ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নানাজানের পবিত্র রওযা মোবারক ও আম্মাজানের মাযার শরীফ যিয়ারত করে আখেরী সালাম জানিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমায় চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন (তারিখে তাবারী ৫মখন্ড ১৬৬-পৃঃ)। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর তখনকার মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল- তা আন্দাজ করা কঠিন ব্যাপার নয়। নবীজীর রওযা মোবারকে হাযির হয়ে ছালাম আরজ করে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ভবিষ্যৎ, নবী পরিবারের বেদনাদায়ক পরিনতি এবং ইসলামের দূরাবস্থার কথা এভাবে পেশ করতে লাগলেন ঃ "আমাকে কাঁধে তুলে খেলনাকারী নানাজান! কোলে বসিয়ে লুরীগায়ক নানাজান! আমার মাথা ও মুখমন্ডল চুম্বনকারী নানাজান! আজ আমাদের দূরাবস্থার নমুনা দেখুন। আজ আপনার পবিত্র মদিনা শরীফ ছেড়ে যেতে কলেজা টুকরা হয়ে যাচ্ছে। এখানে থাকা আমার ও পরিবারের জন্য নিরাপদ নয়। তাই আমি অনুমতি নিতে এসেছি। এ বলে কাঁন্নার এক পর্যায়ে তন্দ্রাভূত হয়ে নানাজানের রওযা মোবারকে বুক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন- নানাজান কপোলে চুমু খেয়ে শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত করছেন এবং ধৈর্য ধারন করার উপদেশ দিচ্ছেন। কারবালার পরিনতিও দেখিয়ে দিলেন। ঘুম টুটে গেল।

রওজাতুশ শোহাদা গ্রন্থে উল্লেখ আছে- তারপর ইমাম হোসাইন (রাঃ) জান্নাতুল বাক্বীতে শায়িত মায়ের মাযার শরীফ যিয়ারত করতে গেলেন। একই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হলো সেখানেও। আপন মা ও বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ)-র মাযারে বুক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এখান থেকেও একই ইঙ্গিত পেলেন। পুনরায় নানাজানের রওযা মোবারকে হাযির হয়ে আখেরী সালাম পেশ করতে গেলেন। যিয়ারতের এক পর্যায়ে তন্দ্রাবিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বপ্নে দেখলেন- নানাজান কপোলে চুমু খেয়ে বলছেন- "হে প্রিয় হোসাইন! অচিরেই তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। আমি দেখছি- তুমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে কারবালার তপ্ত মরুতে শহীদ হবে। হে প্রিয় হোসাইন! তখন তুমি ধৈর্য ধারন করো। তোমার দায়িত্ব পুরন করো। বেশী দিন আর বাকী নেই। অচিরেই তুমি তোমার পিতা আলী, মাতা ফাতেমা এবং আমার সাথে মিলিত হয়ে খোদার রহমতে

পরিপূর্ণ শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে।" সাথে সাথেই নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। কারবালার করুন চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন এবং ৪ঠা শাবান ৬০ হিজরী তারিখে মক্কা মোয়াজ্জমায় রওনা হলেন। ২৭শে রজব হতে শাবানের ৪ তারিখ পর্যন্ত ঘরবাড়ী ছেড়ে মক্কায় রওনা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ করলেন। ৪ঠা শাবান মক্কার পথে রওনা হলেন (রওজাতুশ শোহাদা)।

মক্কার পথের ঘটনা

মদিনা মোনাওয়ারা হতে রওনা হয়ে ইমাম হোসাইনের পরিবারের কাফেলা মক্কার পথে চলছেন। পথিমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতী নামক সাহাবীর সাথে দেখা হলো। তিনি ইমাম আলী মাকামকে মক্কায় থাকার উপদেশ দিয়ে কুফায় যেতে বারন করলেন। কারণ স্বরূপ বললেন- এই কুফাবাসীরাই আপনার পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এবং আপনার বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ)-কে বন্ধুহীন অবস্থায় ছেড়ে পালিয়েছে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে খেলাফত ত্যাগ করে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আপনি হেরেম শরীফেই অবস্থান করবেন। আমরা প্রাণ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো। (শামে কারবালা পৃঃ ২৭, তারিখে তাবারী ৫ম খন্ড পৃঃ ১৬৮-১৭৭)।

ইমাম পরিবারের মক্কায় উপস্থিতির কথা শুনে দলে দলে লোকেরা এসে সাক্ষাৎ করতে লাগলো। ঐ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর- যিনি ইয়াজিদের প্রতি বয়আত করতে অস্বীকার করে পূর্বেই মক্কায় চলে এসেছিলেন। হযরত ইবনে যোবাইর (রাঃ) সব সময় হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং পরিবার পরিজনের খবর নিতেন।

ইরাকের কুফাবাসীদের পত্র

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-র সাথে বিশ্বাস ভঙ্গকারীরা এবার মক্কায় ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নিকট দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করতে আরম্ভ করলো। তারা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে কুফায় এসে এজিদের মোকাবেলা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে লাগলো। তারা শিয়া নেতা সোলায়মান খোজায়ীর গৃহে একত্রিত হয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলো। তিনি বলেলেন- যদি তোমরা ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে প্রস্তুত থাকো- তাহলে তাঁকে অবহিত করে পত্র লিখো। আর যদি শক্তিহীনতা ও ভয়ের আশংকা করো-

তাহলে তাঁকে ধোকায় ফেলোনা। উপস্থিত শিয়াগণ ইমামের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলো। তখন সোলায়মান খোজায়ী পাত্রালাপ চালু করার অনুমতি দিলেন। (তাবারী ৫ম খন্ড ১৭৭, শামে কারবালা ২৯ পৃঃ)।

কুফাবাসীদের পত্র

এই সিদ্ধান্তের পর সোলায়মান খোজায়ী, হাবীব, রিফাআ, হাবীব ইবনে মোজাহের এবং শিয়া মুসলমানের পক্ষ হতে একের পর এক পত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় আসতে লাগলো। তারা ১৫০টি পত্র প্রেরণ করলো। তারা উল্লেখ করেছিলো- যদি হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কুফায় আসতে রাজী হন- তাহলে কুফার উমাইয়া গভর্ণর নোমান বিন বশির (রাঃ)-কে তারা কুফা হতে বহিস্কার করে দেবে। ইহা ছিল কুফাবাসীদের প্রথম প্রতিশ্রুতিমূলক পত্র। এ পত্র নিয়ে ১০ই রমজান দুজন কুফী- আবদুল্লাহ হামদানী ও আবদুল্লাহ ইবনে দাল মক্কা মোয়াজ্জমা পৌঁছেন এবং পত্র প্রাপ্তির পর ইমাম হোসাইন (রাঃ) জবাবে লিখলেন- "আপনাদের অনেক নির্ভরযোগ্য পত্র পেয়ে আমি আপনাদের অবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য আমার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিল (রাঃ)-কে পাঠাচ্ছি। তাঁর পক্ষ হতে যদি ইতিবাচক জবাব আসে- তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ অতি শীঘ্র কুফায় চলে আসবো (তাবারী ৫ম খন্ড ১৭৯)।

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে- একজন রাষ্ট্রনায়কের বিরুদ্ধে কুফাবাসীগণের অনাস্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ভুল করেছিলেন (নাউজু বিল্লাহ)। তাদের জবাবে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাঃ)-এর খলিফা সদরুল আফাজেল হযরত মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) লিখেছেন- হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর ইনতিকালের পর ইয়াজিদের রাজতন্ত্র ছিল অবৈধ সরকার এবং পূর্বাঞ্চলীয় জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং ইয়াজিদ সর্বজনগণ কর্তৃক স্বীকৃত খলিফা ছিলনা। কুফাবাসীরা ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় জনগণের সেরা। তাছাড়া মদিনাবাসীরাও ইয়াজিদকে সমর্থন দেননি। এমন অবস্থায় হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইয়াজিদের অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য কুফাবাসীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজী হওয়া ছিল শরিয়ত মোতাবেক ওয়াজিব। কেননা, সর্বজন কর্তৃক আনুগত্য ও স্বীকার করার পূর্বে ইয়াজিদকে বৈধ খলিফা বলা যায় না। তাই অসহায় কুফাবাসীদের ডাকে সাড়া দেয়া ছিল ওয়াজিব। আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে ইহাই ছিল উত্তম

পছন্দনীয় কাজ। ইমাম হোসাইন (রাঃ) যদি ঐ দিন বিনা প্রতিবাদে ইয়াজিদের শাসন মেনে নিতেন- তাহলে তার অনুসরন করে প্রত্যেক জালেম ও অবৈধ সরকারকে মেনে নেয়া (ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর অনুসরণ করা) ওয়াজিব হয়ে যেতো। তাই তিনি নবীজীর পবিত্র দ্বীনের মৌলিক নীতি ইসলামী গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বে-শরা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ করে নিজের জীবন দিয়ে ইসলামী আদর্শ সু-প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইয়াজিদের আনুগত্য করার মধ্যে ছিল ইসলামের মরণ, আর না করার মধ্যে ছিল জীবন। তাই সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) লিখে গেছেন-

شاہ است حسین، بادشاہ است حسین

دین است حسین، دین پناہ است حسین

سرداد نہ داد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین –

- "দ্বীনের প্রকৃত শাহানশাহ ও বাদশাহ হচ্ছেন- হোসাইন। দ্বীনের মূলমন্ত্র হচ্ছেন হোসাইন এবং দ্বীন রক্ষাকারীও হচ্ছেন হোসাইন।

নিজের শির দিয়েছেন কিন্তু ইয়াজিদের হাতে হাত দেন নি তিনি। সত্যি কথা হলো- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ভিত্তি হচ্ছেন ইমাম হোসাইন (রাঃ)"।

—সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ)

বিঃদ্রঃ কুফায় ইমাম মুসলিম ইবনে আকিল ও তাঁর দুই পুত্র ইবরাহীম ও মুহাম্মদ-এর করুন শাহাদাত, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কারবালায় ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সপরিবারে শাহাদত বরণের ইতিহাস অতি হৃদয় বিদারক। কোন উম্মৎ তাদের নবীর বংশের উপর এমন অত্যাচার চালায়নি- যা চালিয়েছিল ইয়াজিদ বাহিনী ও কুফাবাসী শিয়াগণ। বর্তমান শিয়াগণ তাদের পূর্ববর্তী শিয়াগণের কার্যক্রমকে একেবারেই ভুলে গেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করে ইয়াজিদী অর্থ লোভে পড়ে ইমামকে সপরিবারে শহীদ করে পরে বুক চাপড়ানোর কোন মানে হয় না। ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাবান মাস থেকে জিলহজ্বের ৭ তারিখ পর্যন্ত মক্কা মোয়াজ্জমায় অবস্থান করে ৮ই জিলহজ্ব তারিখে কুফা রওয়ানা হন এবং ১০ই মহররম ৬১ হিজরীতে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন।